১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কারাবন্দীদের জন্য প্রবেশন আইন চালুকরণে সুপ্রীমকোর্টের নির্দেশকে ব্লাস্টের অভিনন্দন

গত ১২ ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট ফৌজদারী আদালত সমূহে দি প্রবেশন অব অফেন্ডারস অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০ এর বিধান প্রতিপালনের জন্য দেশের সকল বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিয়েছেন। মহামান্য উচ্চ আদালত দন্ডিত অপরাধীদের সমাজের মূল স্রোতে পুনর্বাসনে এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিম্ন ফৌজদারী আদালতসমূহকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে উক্ত আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

বর্তমানে দেশের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় বিচারাধীন বিষয়ে অভিযুক্ত এবং দন্ডিত ব্যক্তিদের কারাগারে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে সারাদেশে ৬৮টি কারাগারে মোট ৮৯,৫০৬ জন কারাবন্দী রয়েছে। দেশের আইনে (দি প্রবেশন অব অফেন্ডারস অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০) অপরাধীকে সবক্ষেত্রে সাজা প্রদান করা সমর্থন করে না। (দি প্রবেশন অব অফেন্ডারস অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০) ৪ ও ৫ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রথমবার কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য যদি কোন ব্যক্তি অনধিক দুই বছরের জন্য কারাদন্ডে দন্ডনীয় হন সেক্ষেত্রে আদালত সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বয়স, স্বভাব চরিত্র, প্রাক পরিচয় অথবা শারীরিক বা মানসিক অবস্থা এবং অপরাধের ধরণ ও শাস্তি বিবেচনা করে তাকে সদাচরণে থাকার শর্তে জামিনদার সহ বা জামিনদার ছাড়া মুচলেকা প্রদানের মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার আদেশ দিতে পারেন। পুরুষের ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড ও যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ সহ দন্ডবিধির অন্যান্য কিছু ব্যতিক্রমী অপরাধ এবং নারীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মৃত্যুদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ ছাড়া অন্যান্য সকল অপরাধের ক্ষেত্রে আদালত তাৎক্ষনিকভাবে সাজা আরোপ না করে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ১ হতে ৩ বছর পর্যন্ত একজন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকার নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।

ব্লাস্ট ২০১৩ থেকে এই আইনটি কার্যকর করার লক্ষ্যে বিচার প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বিচারকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বিচারক ও আইনজীবীদের সাথে এ বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করেছে । এছাড়া বিষয়টি বিচার প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্লাস্ট কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি ব্লাস্ট ২০১৩ সালে 'ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইউজ অব দ্য প্রবেশন সিস্টেম ইন বাংলাদেশ' নামে একটি গবেষণা সমীক্ষা প্রকাশ করেছে।

আমরা আশা করি, এ আইনটি কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে কারাগারের পরিবেশ উন্নত হবে এবং অনেক মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাও নিশ্চিত হবে।। মনে রাখা দরকার, সাজা প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য সংশোধন করা। একারণে এই আইনটির প্রয়োগ অতীব জরুরী। পাশাপাশি **'কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন -২০০৬'** কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি।

এ বিষয়ে ব্লাস্টের মূখ্য আইন উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সাবেক বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক বলেন, "এটি একটি যুগান্তকারী নির্দেশনা। আমি আশা করি, আমাদের বিজ্ঞ বিচারক ও আইনজীবীগণ এই আইনটি কার্যকর করার মাধ্যমে এর সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেবেন।

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের এই ধরণের নতুন উদ্যোগ গ্রহণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বার্তা প্রেরক:

মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসী এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd